# ভাববাণীর আত্মা: মধ্যরাত্রির আহ্বান

## হবক্কূকের দুই ফলক

Jeff Pippenger
2012-10-13

### একটি স্পষ্টীকরণের বাণী

সম্প্রতি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্য হাবাক্কূকের দুই ফলকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করা শুরু করেছি। কথ্য উপস্থাপনাকে লিখিত উপস্থাপনায় রূপান্তর করার কাজটি, যদি কেউ কথ্য উপস্থাপনাকে লিখিত উপস্থাপনায় পরিণত করার জন্য অতিক্রম করতে হওয়া সব ধাপের সঙ্গে পরিচিত না হন, তবে যতটা বোঝা যেতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রমসাধ্য; এর সঙ্গে যুক্ত আছে উপকরণটিকে শেষ পর্যন্ত ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার অপরিহার্য জটিলতাসমূহও। আমরা মাত্র পঁচানব্বইটি উপস্থাপনার প্রথমটির অনুলিপি-সম্পাদনা শুরু করেছি, এবং আমি আরেকটি ধাপ আবিষ্কার করেছি, যা আমাদেরকেও অতিক্রম করতে হবে। এটি ১৯৮৯ সাল থেকে আমাদের বর্তমান ইতিহাস পর্যন্ত এই বার্তার ক্রমবর্ধমান বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রায় পনেরো বছর আগের উপস্থাপনাগুলিতে এমন কিছু সত্য ছিল, যেগুলোর উপলব্ধি তখনও শৈশবাবস্থায় ছিল। সেই সত্যগুলোর মধ্যে প্রথম যে বিষয়টি আমাকে স্পষ্ট করতে হবে, তা হলো মিলারীয় ইতিহাসে দ্বিতীয় দূতের আগমন। সে সময় আমার ধারণা ছিল যে, যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলো মিলারের প্রথম দূতের বার্তার উপস্থাপনার বিরুদ্ধে তাদের দ্বার বন্ধ করতে শুরু করল, এবং তা ১৮৪৩ সালের সমাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তখনই দ্বিতীয় দূত আগমন করেছিল। উইলিয়াম মিলার সময়ের এমন এক গণনার ভিত্তিতে কাজ করেছিলেন, যা তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী দেখাত যে ১৮৪৩ সালের বছরসমূহ ১৮৪৩ সালের ২২ মার্চে শুরু হয়ে ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চে শেষ হয়। তিনি মনে করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত যে তিনটি ভাববাণী দুটি পবিত্র চার্টে স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলোর সমাপ্তি ১৮৪৩ সালের বছরেই হবে, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেই বছর ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চে শেষ হয়। তিনি দুইটি বিষয়ে ভুল করেছিলেন।

দানিয়েলে বারোর ১৩৩৫ দিনের, লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশের “সাত কাল”-এর ২৫২০ বছরের, এবং দানিয়েলে আটের ২৩০০ দিনের—এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলারের বোধে ১৮৪৪ সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। এরপর প্রভু স্যামুয়েল স্নোকে এই বুঝতে পরিচালিত করলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সমাপ্তি ১৮৪৩ সালে নয়, বরং ১৮৪৪ সালে; এবং স্নো কারাইট সময়-গণনাও প্রয়োগ করতে শুরু করলেন, যা মিলার যে সময়-প্রয়োগ ব্যবহার করে আসছিলেন তা ছিল না। মিলার রাব্বিনিক/বিষুব-ভিত্তিক সময়-গণনা ব্যবহার করছিলেন, যা বছরকে বসন্ত থেকে বসন্ত পর্যন্ত ভিত্তি করে নির্ধারণ করত।

যখন আমরা হবাক্কূকের দুই ফলক উপস্থাপন করছিলাম, তখন আমরা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাটি বুঝিনি এবং ২২ মার্চ, ১৮৪৪-কে দ্বিতীয়টির আগমন এবং বিলম্ব-সময়ের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করতে মিলারের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করছিলাম। আমি বুঝতাম, এবং এখনও বুঝি যে, সেই স্বর্গদূতের আগমন সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যখন

প্রোটেস্টেন্টরা মিলারের প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিই ছিল আমার নির্দেশক সূত্র।

> "১৮৪২ সালের জুন মাসে, মি. মিলার পোর্টল্যান্ডের ক্যাসকো স্ট্রিট গির্জায় তাঁর দ্বিতীয় ধারাবাহিক বক্তৃতামালা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাগুলোতে উপস্থিত থাকতে পারাকে আমি এক মহাসৌভাগ্য বলে অনুভব করেছিলাম; কারণ আমি নিরুৎসাহের অধীনে পতিত হয়েছিলাম, এবং আমার ত্রাণকর্তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে অনুভব করতাম না। এই দ্বিতীয় ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রথমটির তুলনায় নগরে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় মি. মিলারের বিরুদ্ধে তাদের গির্জার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। বিভিন্ন মঞ্চ থেকে প্রদত্ত বহু বক্তৃতায় বক্তার কথিত উন্মত্ততাপূর্ণ ভ্রান্তিগুলো উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু উৎকণ্ঠিত শ্রোতাদের জনসমাবেশে তাঁর সভাগুলোতে উপস্থিত হতো, এবং অনেকে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করতেও সক্ষম হতো না। সমবেত জনতা ছিল অস্বাভাবিকভাবে নীরব ও মনোযোগী।" Life Sketches, 27.

আমি বুঝেছিলাম যে মিলারের বার্তার প্রতি দ্বারসমূহের বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রথম স্বর্গদূতের প্রত্যাখ্যানের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল; এবং সময়-গণনার রাব্বিনিক/বিষুবভিত্তিক পদ্ধতি সম্বন্ধে মিলারের ধারণার সঙ্গে একমত হয়ে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ২২ মার্চ, ১৮৪৪ তারিখটি ১৮৪৩ সালের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল। ১৮৪২ সালের জুন মাসে পোর্টল্যান্ডে মিলারের উপস্থাপনা প্রকৃতপক্ষে একটি পথচিহ্ন, যা একটি ক্রমবর্ধমান প্রত্যাখ্যানকে শনাক্ত করে, এবং যা শেষপর্যন্ত ১৮ এপ্রিল, ১৮৪৪-এ উপনীত হয়ে সম্পন্ন হয়েছিল; কিন্তু ঐ উপস্থাপনাগুলির সময় আমরা তখনও সময়-গণনার কারায়তি পদ্ধতি সম্পর্কে স্যামুয়েল স্নোর প্রয়োগটি স্বীকার করে উঠিনি।

প্রথম উপস্থাপনাটি অনুলিপি-সম্পাদনা করতে শুরু করার সময় আমি দেখতে পেলাম যে, তখন যা লিপিবিদ্ধ করা হয়েছিল তা এখন আমরা যা শিক্ষা দিই তার সঙ্গে যেন পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। তা হয়ও, আবার হয়ও না। এটি কেবল দ্বিতীয় দূতের ক্রমাগত আগমনের উপর একটি বিশেষ জোর, এবং সেই সঙ্গে এই বার্তার ক্রমাগত মোহমুক্ত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত; যেমনটি মিলারাইট ইতিহাসেও ঘটেছিল। এই ব্যাখ্যামূলক নোটটি আমাদের দ্বারা ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-কে প্রথম মিলারাইট হতাশা হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং অতীতে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল—এই বিষয় নিয়ে যারা হোঁচট খেয়েছেন, তাদের উদ্দেশে প্রণীত।

> "প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তাগুলি 1843 ও 1844 সালে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা এখন তৃতীয়টির ঘোষণার অধীনে আছি; কিন্তু এই তিনটি বার্তাই এখনও ঘোষণা করা হবে। সত্যের অনুসন্ধানকারীদের কাছে এগুলি পুনরায় উপস্থাপন করা এখন আগের যেকোনো সময়ের ন্যায়ই অপরিহার্য। কলম ও কণ্ঠের মাধ্যমে আমাদের এই ঘোষণা ধ্বনিত করতে হবে, তাদের ক্রম এবং সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ প্রদর্শন করে, যা আমাদের তৃতীয় দূতের বার্তার কাছে নিয়ে আসে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয়টি হতে পারে না। এই বার্তাগুলি আমাদের বিশ্বকে দিতে হবে প্রকাশনাসমূহে ও বক্তৃতায়, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের ধারায় যে বিষয়গুলি ঘটেছে এবং যে বিষয়গুলি ঘটবে তা প্রদর্শন করে।" Selected Messages, book 2, 104.

## হবক্কূকের দুই ফলক ১ এর ৯৫

## হাবাক্কূকের দুই ফলক ও মধ্যরাত্রির আহ্বানের পরিচয়

এই ধারাবাহিকে আমরা বিস্তৃত সময়পরিসরে হাবাক্কূকের দুইটি সারণী—১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের চার্ট—পর্যালোচনা করব। আমরা প্রথমে মধ্যরাত্রির ধ্বনিকে তার যথাস্থানে স্থাপন করার মাধ্যমে শুরু করব। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এই বার্তার সঙ্গে পরিচিতদের জন্য প্রাথমিক উপস্থাপনাগুলোর অনেকাংশই পুনরালোচনা হবে; কিন্তু যেহেতু আমরা এমন একটি ধারাবাহিক প্রস্তুত করছি যা এই বার্তার সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত ব্যক্তিরাও অধ্যয়ন করতে পারেন, তাই তাদের জন্য আমাদের কিছু মৌলিক ধারণা উপস্থাপন করতেই হবে। আমরা মধ্যরাত্রির ধ্বনি দিয়ে শুরু করব, এলেন হোয়াইটের প্রথম দর্শনে পাওয়া একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। আসুন, Christian Experience and Teachings, পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ি।

> ১৮৪৪ সালে সময় অতিবাহিত হওয়ার অল্পকাল পরেই আমাকে আমার প্রথম প্রকাশ্য দর্শন দেওয়া হয়। আমি মিইেনের পোর্টল্যান্ডে মিসেস হেইন্সের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি ছিলেন খ্রিস্টে এক প্রিয় ভগিনী, যার হৃদয় আমার হৃদয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। আমরা পাঁচজন, সকলেই নারী, গৃহের বেদীর কাছে নীরবে নতজানু হয়ে ছিলাম। আমরা যখন প্রার্থনা করছিলাম, তখন ঈশ্বরের শক্তি আমার ওপর এমনভাবে নেমে এলো, যেমন আগে কখনও হয়নি।

এই পাঁচজন নারী, যাঁদের হৃদয় সিস্টার হোয়াইটের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল, তাঁরা ঈশ্বরের শক্তির কোনো প্রকাশের বিরোধিতা করছিলেন না। লক্ষণীয় যে, তাঁরা সকলেই নারী ছিলেন, যা মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাঁদের সংখ্যা ছিল পাঁচ, যা পাঁচ জ্ঞানী কুমারীর প্রতীকরূপে দেখা যেতে পারে। এটি কেবল একটি পর্যবেক্ষণ।

> আমার মনে হলো আমি আলো দ্বারা পরিষ্টেতি, এবং পৃথিবী থেকে ক্রমে আরও ঊর্ধ্বে উঠছি। আমি পৃথিবীতে অ্যাডভেন্টে জনগণকে দেখবার জন্য ফিরে তাকালাম, কিন্তু তাদের খুঁজে পেলাম না; তখন একটি স্বর আমাকে বলল, "আবার দেখ, এবং আরও একটু ঊর্ধ্বে তাকাও।" এতে আমি আমার দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তুললাম, এবং দেখলাম পৃথিবীর অনেক উপরে উঁচু করে তোলা একটি সরল ও সংকীর্ণ পথ। এই পথে অ্যাডভেন্টে জনগণ সেই নগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যা পথের দূর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। পথের শুরুতে তাদের পশ্চাতে একটি উজ্জ্বল আলো স্থাপিত ছিল, যেটিকে একজন স্বর্গদূত আমাকে বললেন মধ্যরাত্রির ধ্বনি। এই আলো পথের সমগ্র দৈর্ঘ্য জুড়ে দীপ্তিমান ছিল এবং তাদের পায়ের জন্য আলো দিত, যাতে তারা হোঁচট না খায়। যদি তারা তাদের দৃষ্টি যীশুর উপর স্থির রাখত, যিনি তাদের ঠিক সম্মুখে থেকে নগরের দিকে পরিচালিত করছিলেন, তবে তারা নিরাপদ ছিল। কিন্তু অচিরেই কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল যে নগরটি অনেক দূরে, আর তারা আশা করেছিল এরই মধ্যে সেখানে প্রবেশ করবে। তখন যীশু তাঁর গৌরবময় দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে তাদের উৎসাহ দিলেন, এবং তাঁর বাহু থেকে এক আলো নির্গত হলো যা অ্যাডভেন্টে দলের উপর দুলে দুলে ছড়িয়ে পড়ত, আর তারা উচ্চস্বরে বলে উঠত, "আল্লেলুইয়া!" অন্যরা অবিবেচকের মতো তাদের পশ্চাতের সেই আলোককে অস্বীকার করল এবং বলল যে এতদূর পর্যন্ত তাদের পরিচালনা করেছিলেন ঈশ্বর নন। তখন তাদের পশ্চাতের আলো নিভে গেল, তাদের পদযুগল সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়ে গেল, এবং তারা হোঁচট খেয়ে সেই লক্ষ্যচিহ্ন ও যীশুকে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে ফেলল, এবং পথ থেকে নিচে অন্ধকার ও দুষ্ট জগতে পতিত হলো।

## উইলিয়াম মিলার এবং মধ্যরাত্রির আর্তনাদ

এই প্রথম উপস্থাপনায়, কয়েকটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পর, আমরা 1844 সালের ডিসেম্বর মাসে লো হ্যাম্পটনের অ্যাডভেন্টিস্ট সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সম্মেলনে কিছু মিলারপন্থী একত্রিত হয়েছিল, এবং উইলিয়াম মিলার মধ্যরাত্রির আর্তনাদের উপলব্ধিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখানে যুক্তিটি এই যে, এই দর্শনটি যদিও আমাদের সকলের জন্য, তবুও তা বিশেষভাবে উইলিয়াম মিলারের জন্য ছিল।

সেই একই মাসে উইলিয়াম মিলার তাঁদের পশ্চাতে থাকা আলোক—মধ্যরাত্রির ধ্বনি—অস্বীকার করেছিলেন; এর ফলে তিনি পথ থেকে নিচের দুষ্ট জগতের দিকে পড়ে যেতেন। এর তাৎপর্য আমরা অনুসন্ধান করব। ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে, মিলারপন্থীরা সকলে বিশ্বাস করত যে তারা দশ কুমারীর উপমা পরিপূর্ণ করছিল; বিষয়টি তাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত ছিল। আমরা দেখাব যে, মধ্যরাত্রির ধ্বনি কী ছিল, সে বিষয়ে উইলিয়াম মিলারের একটি উপলব্ধি ছিল। মিলার বিশ্বাস করতেন যে, মধ্যরাত্রির ধ্বনি ছিল দানিয়েল ৮:১৪ এবং প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-৯-এর বিচারঘণ্টার বার্তা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ১৮৩০-এর দশকের প্রারম্ভে তিনি যে বার্তা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন, সেটিই ছিল মধ্যরাত্রির ধ্বনি—'দেখ, বর আসিতেছে,'—এবং যীশু বররূপে জগতের নিকট আসিতেছিলেন।

মিলারীয় ইতিহাসের অধিকাংশ সময়জুড়ে তারা বিশ্বাস করত যে তারা দশ কুমারীর উপমা পূর্ণ করছিল, কিন্তু তারা মনে করত যে মধ্যরাত্রির রব সেই বার্তাকেই বর্ণনা করে, যা তারা প্রচার করে আসছিল। কিন্তু ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে একটি নতুন ও সঠিক উপলব্ধি উদ্ভূত হলো: মধ্যরাত্রির রব ছিল সপ্তম মাসের আন্দোলন, যেখানে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে যীশু সপ্তম মাসের দশম দিনে আগমন করবেন। সেটিই ছিল প্রকৃত মধ্যরাত্রির রব। ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মিলার যখন প্রকৃত মধ্যরাত্রির রব প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তিনি ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মের ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করছিলেন এবং তাঁর আগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন যে এটি কেবল ১৮৩০-এর দশক থেকে প্রচারিত সাধারণ বার্তা মাত্র। মধ্যরাত্রির রবের গতিশীলতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি ২৫২০-কে মিলারীয়রা যেমন বুঝেছিল তেমনভাবে না বোঝেন, তবে আপনি মধ্যরাত্রির রব বুঝতে পারবেন না। যদি আপনি মধ্যরাত্রির রবকে মিলারীয়রা যেমন বুঝেছিল তেমনভাবে বুঝতে না পারেন, তবে আপনি নিচের দুষ্ট জগতের দিকে নিয়ে যাওয়া পথ থেকে পড়ে যাবেন।

এই উপস্থাপনায়, আমরা চার্টে উল্লিখিত এমন কিছু সত্য দিয়ে শুরু করব, যা আজ অ্যাডভেন্টিজমের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের বাইব্লিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং অধিকাংশ অ্যাডভেন্টিস্ট ধর্মতাত্ত্বিক 2520-কে প্রত্যাখ্যান করেন। অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিষয়টি বাইবেলসম্মতভাবে আলোচনা করব, কিন্তু প্রাথমিকভাবে আমরা দেখাব যে এলেন হোয়াইট 2520-কে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। ইনস্টিটিউট এবং অধিকাংশ ধর্মতাত্ত্বিক ডেইলি সম্বন্ধে অগ্রদূতদের উপলব্ধিকেও প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা দেখাব যে ডেইলি বিলতে পৌত্তলিকতাকে বোঝায়—এই অগ্রদূত-উপলব্ধিকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করা। ইনস্টিটিউট প্রকাশ্যভাবে তূর্যধ্বনিসমূহ—পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্যধ্বনি—সম্বন্ধে অগ্রদূতদের উপলব্ধিকেও প্রত্যাখ্যান করে। আমরা এই দেখানোর মাধ্যমে শুরু করব যে তূর্যধ্বনিসমূহ সম্বন্ধে অগ্রদূতদের উপলব্ধিকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করা।

আজ অধিকাংশ অ্যাডভেন্টিস্ট, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, ১২৯০ ও ১৩৩৫ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা রাখে। ১৩৩৫ সম্পর্কে পথিকৃৎদের বোধগম্যতা ব্যতীত, ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চ যে

বিলম্বকাল শুরু হয়েছিল, তাকে শনাক্ত করার জন্য কোনো বাইবেলসম্মত ন্যায্যতা নেই। বিলম্বকাল সম্পর্কে বোধ না থাকলে, কেউ মধ্যরাত্রির আহ্বানের গতিশীলতা অনুধাবন করতে পারে না। মধ্যরাত্রির আহ্বান সম্পর্কে বোধ না থাকলে, সে নীচে অবস্থিত দুষ্ট জগতের দিকে সেই পথ থেকে পড়ে যায়। আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার সুস্পষ্ট সমর্থনের আলোকে এই সত্যগুলো চার্টে প্রদর্শন করব, এবং তারপর ঈশ্বরের বাক্য থেকে সেগুলো বিশ্লেষণ করব। কিন্তু প্রথমে, আমাদের দেখতে হবে মিলারীয় ইতিহাসকে কী পরিবেষ্টন করেছিল এবং কী মধ্যরাত্রির আহ্বান উৎপন্ন করেছিল।

## মিলারীয় ইতিহাস এবং প্রথম স্বর্গদূতের আগমন

আমরা Millerite ইতিহাস প্রদর্শন করতে এবং ১৭৯৮ সালকে সম্বোধন করতে Uriah Smith-এর Thoughts on Daniel and Revelation, পৃষ্ঠা ৫২১ থেকে শুরু করছি। Uriah Smith লিখেছেন, ‘প্রকাশিতবাক্য ১০-এর ঘটনাবলির কালানুক্রম আরও নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় এই সত্য থেকে যে, এই স্বর্গদূত প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতের সঙ্গে অভিন্ন।’ প্রকাশিতবাক্য ১০-এ, এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হন, তাঁর হাতে একটি খোলা ছোট পুস্তক থাকে। Ellen White আমাদের জানান যে, এই পরাক্রান্ত স্বর্গদূত হলেন Jesus Christ, এবং ছোট পুস্তকটি হলো Daniel-এর পুস্তক। দশম অধ্যায়ের শেষে, John-কে সেই ছোট পুস্তকটি খেতে বলা হয়, যা তাঁর মুখে মধুর হবে, কিন্তু তাঁর উদরে তিক্ত হবে। John Millerite ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করেন, যেখানে Daniel-এর বার্তা মধুর, কিন্তু তা তিক্ত নিরাশার দিকে নিয়ে যায়। অগ্রদূতদের মতে, প্রকাশিতবাক্য ১০-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূতই প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূত—তাঁরা একই স্বর্গদূত।

আমরা প্রায়ই প্রকাশিতবাক্যে উল্লিখিত এই স্বর্গদূতদের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে খুব বেশি সময় ব্যয় করি না, কিন্তু আমাদের তা করা উচিত। প্রকাশিতবাক্য ১০-এর পরাক্রমশালী স্বর্গদূত সেই স্বর্গদূতও, যাঁর সম্পর্কে উইলিয়াম মিলার বিশ্বাস করতেন যে তিনি প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতের কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে মধ্যরাত্রির আর্তনাদ পূর্ণ করছিলেন: ‘ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁকে মহিমা দাও; কারণ তাঁর বিচারের সময় এসে গেছে।’ তাঁর বিচারের সময় দানিয়েল ৮:১৪-কে নির্দেশ করে। এই স্বর্গদূতের সম্পন্নকৃত কাজের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করে।

উরিয়াহ স্মিথের কথায় ফিরে আসি: ‘প্রকাশিতবাক্য ১০-এর ঘটনাবলির কালানুক্রম আরও নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় এই সত্য থেকে যে, এই স্বর্গদূত প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতের সঙ্গে অভিন্ন।’ তিনি ব্যাখ্যা করেন কী তাদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে: উভয়েরই ঘোষণা করার জন্য একটি বিশেষ বার্তা আছে, উভয়েই উচ্চস্বরে তাদের ঘোষণা উচ্চারণ করে, উভয়েই সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্দেশ করে অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করে, এবং উভয়েই সময় ঘোষণা করে—একজন শপথ করে যে আর সময় থাকবে না, এবং অন্যজন ঘোষণা করে যে ঈশ্বরের বিচারের সময় এসে গেছে। প্রকাশিতবাক্য ১৪:৬-এর বার্তাটি অন্ত-সময়ের সূচনার এ-পারে অবস্থিত।

উরিয়াহ স্মিথ উল্লেখ করেন যে শেষকাল হলো ১৭৯৮ সাল, এবং প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর বার্তা তার পরেই আসে। তিনি লিখেছেন, ’কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-এর বার্তা শেষকালের সূচনার এ-পারে অবস্থিত। এটি ঈশ্বরের বিচারঘণ্টা উপস্থিত হয়েছে—এই মর্মে এক ঘোষণা; অতএব এর প্রয়োগ অবশ্যই শেষ প্রজন্মের মধ্যে হতে হবে। পৌল বিচারঘণ্টা উপস্থিত হয়েছে—এ কথা প্রচার করেননি। লুথার এবং তাঁর সহকারীরাও তা প্রচার করেননি।

পৌল অনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতে আসন্ন এক বিচারের বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, এবং লুথার সেটেকি তাঁর সময় থেকে অন্তত তিনশত বছর দূরে স্থাপন করেছিলেন। তদুপরি, পৌল মণ্ডলীকে এমন কোনো প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত ঈশ্বরের বিচারঘণ্টা উপস্থিতি হয়েছে।' ২ থিষলনীকীয় ২:১-৩ পদে, পৌল বলেন যে, প্রথমে ধর্মত্যাগ না ঘটলে এবং পাপের মানুষ প্রকাশ না পেলে খ্রিষ্টের দিন সন্নিকটে নয়। পৌল পাপের মানুষ, ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, পাপাসীকে উপস্থাপন করেন, এবং তাঁর প্রাধান্যের সমগ্র সময়কাল, যা ১২৬০ বছর স্থায়ী হয়ে ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়, তার উপর এক সতর্কবাণী বিস্তৃত করেন।

১৭৯৮ সালে, খ্রিষ্টের দিবস সন্নিকটে আছে—এই ঘোষণা প্রচারের বিরুদ্ধে যে বিধিনিষেধ ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। শেষকালের সময় আরম্ভ হলো, এবং ছোট পুস্তক থেকে মোহর তুলে নেওয়া হলো। তখন থেকে প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর দূত অগ্রসর হয়ে এসেছে। উরিয়াহ স্মিথ বলেন, 'যদি আপনি তা দেখতে চান,' ১৭৯৮ সাল থেকে প্রথম দূতের বার্তা অগ্রসর হয়ে এসেছে। ১৭৯৮ সালে, প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর প্রথম দূত ইতিহাসে আবির্ভূত হয়—এটাই পথকৃৎদের উপলব্ধি। তখন থেকে, প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর দূত ঘোষণা করে এসেছে যে ঈশ্বরের বিচারঘণ্টা উপস্থিতি হয়েছে, এবং দশম অধ্যায়ের দূত সমুদ্র ও স্থলের উপর দাঁড়িয়ে এই শপথ করেছে যে আর সময় থাকবে না। তাদের অভিন্ন পরিচয় সন্দেহাতীত। একজনকে যেখানে স্থাপন করে এমন সমস্ত যুক্তি, অন্যজনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর। বর্তমান প্রজন্ম এই দুই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করছে। আগমনের প্রচার, বিশেষত ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত, তাদের পূর্ণ ও বিশদ পরিপূরণ আরম্ভ হয়েছিল।

Smith ১৭৯৮ সালে আগমনকারী প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর প্রথম দূতের প্রসঙ্গে ১৮৪০ এবং ১৮৪৪—উভয় সালই চিহ্নিত করেন; তবে তিনি ১৮৪০ সালেও প্রথম দূতকে চিহ্নিত করেন, যখন সেই বার্তা শক্তিসম্পন্ন হয়। আগমনের প্রচার, বিশেষত ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে, তাদের পূর্ণ পরিপূরণ আরম্ভ হয়। দূতের এক পা সমুদ্রের উপর এবং এক পা স্থলের উপর স্থাপিত থাকার অবস্থান তাঁর ঘোষণার ব্যাপক বিস্তারকে নির্দেশ করে। বার্তাটি মহাসাগর অতিক্রম করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রসারিত হওয়ার কথা ছিল, এবং আগমন-সংক্রান্ত ঘোষণাটি বাস্তবেই বিশ্বের প্রতিটি মিশনারি কেন্দ্রে পৌঁছেছিল। ১৮৪০ সাল থেকে, Ellen White-এর মতে, প্রথম দূতের বার্তা বিশ্বের প্রতিটি মিশন স্টেশনে বহন করা হয়েছিল। এটি সম্পন্ন হয়েছিল যখন Bible prophecy-এর year-day principle ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। এই পর্যায়ে আমরা বিশদ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করছি না; বরং Millerite ইতিহাস এবং Midnight Cry-এর গতিশীলতার জন্য পটভূমি প্রস্তুত করছি।

## মূল ঐতিহাসিক ঘটনা: ১৮৩৩ এবং নক্ষত্রসমূহের পতন

১৮৩৩ সালে তারাগুলোর পতন সংঘটিত হয়েছিল। এলেন হোয়াইট The Great Controversy, পৃষ্ঠা ৩৩৩-এ মন্তব্য করেছেন: '১৮৩৩ সালে, মিলার যখন খ্রিষ্টের শীঘ্র আগমনের প্রমাণসমূহ জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে শুরু করেছিলেন তার দুই বছর পরে, সেই লক্ষণগুলোর মধ্যে শেষটির আবির্ভাব ঘটে, যেগুলো ত্রাণকর্তা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের নিদর্শনরূপে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন: "স্বর্গ হইতে নক্ষত্র সকল পতিত হইবে।" Matthew 24:29। আর যোহন, প্রত্যাদেশে গ্রন্থে, দর্শনে ঈশ্বরের দিনের পূর্বঘোষণাকারী ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করেছিলেন: "আকাশের তারাগুলি পৃথিবীতে পতিত হইল, যেমন একটি ডুমুরগাছ প্রবল বায়ুতে আন্দোলিত হইলে তাহার অকালপক্ব

ডুমুরগুলি ফেলিয়া দেয়।” Revelation 6:13। ১৮৩৩ সালের ১৩ নভেম্বরের মহা উল্কাবৃষ্টিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী এক বিস্ময়কর ও গভীরভাবে প্রভাববিস্তারী পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।’

উইলিয়াম মিলারের সাক্ষ্য এভাবে বর্ণনা করে: ‘১৮৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে, এক শনিবার প্রাতরাশের পর আমি আমার টেবিলে বসে কোনো একটি বিষয় পরীক্ষা করছিলাম, এবং বাইরে কাজে যাওয়ার জন্য যখন উঠলাম, তখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিতে এই কথা আমার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হলো, “যাও, এবং তা জগতকে বলো।” এই প্রভাব এত আকস্মিক ছিল এবং এমন শক্তি নিয়ে এলো যে আমি আমার চেয়ারে আবার বসে পড়ে বললাম, “আমি যেতে পারি না, প্রভু।” “কেন পারো না?”—মনে হলো যেন এই উত্তর এলো, এবং তখন আমার সব অজুহাত সামনে উপস্থিত হলো, আমার সামর্থ্যের অভাব; কিন্তু আমার মানসিক যন্ত্রণা এমন তীব্র হয়ে উঠল যে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক গম্ভীর অঙ্গীকারে প্রবেশ করলাম যে, তিনি যদি পথ উন্মুক্ত করেন, তবে আমি গিয়ে জগতের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করব। “পথ উন্মুক্ত করা বলতে তুমি কী বোঝ?”—মনে হলো যেন এ কথা আমার কাছে এলো। তখন আমি বললাম, যদি কোনো স্থানে আমাকে প্রকাশ্যে কথা বলার নিমন্ত্রণ করা হয়, তবে আমি যাব এবং প্রভুর আগমন সম্বন্ধে বাইবেলে যা পাই তা তাদের বলব। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত বোঝা দূর হয়ে গেল। এবং আমি আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, সম্ভবত আমাকে এভাবে ডাকা হবে না; কারণ আমি কখনো এ ধরনের কোনো নিমন্ত্রণ পাইনি, আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব কারও জানা ছিল না, এবং কর্মক্ষেত্রের কোনো স্থানে আমাকে আমন্ত্রণ করা হবে—এমন প্রত্যাশাও আমার খুব সামান্য ছিল। এই ঘটনার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, আমি কক্ষ ত্যাগ করার আগেই, আমার বাসস্থান থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরের ড্রেসেডেনের মি. গিলফোর্ডের এক পুত্র ভেতরে এসে বলল যে তার পিতা আমাকে পাঠিয়ে আনিয়েছেন এবং তিনি চান আমি তার সঙ্গে বাড়ি যাই, ভেবে যে তিনি হয়তো কোনো কাজের বিষয়ে আমাকে দেখতে চান। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী চান। সে উত্তর দিল যে, পরদিন তাদের গির্জায় কোনো প্রচার হবে না, এবং তার পিতা চান আমি এসে লোকদের সঙ্গে প্রভুর আগমনের বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমি সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হলাম যে আমি এমন অঙ্গীকার করেছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম এবং স্থির করলাম যে আমি যাব না। আমি ছেলেটিকে কোনো উত্তর না দিয়ে রেখে কাছের একটি বনে গভীর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা আমি প্রভুর সঙ্গে সংগ্রাম করলাম, তাঁর সঙ্গে করা আমার অঙ্গীকার থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি কোনো স্বস্তি পেলাম না। আমার বিবেকের ওপর এই কথা প্রবলভাবে আরোপিত হলো, “তুমি কি ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করবে এবং এত তাড়াতাড়ি তা ভঙ্গ করবে?”—এবং এভাবে করার অসীম পাপপূর্ণতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অবশেষে আমি আত্মসমর্পণ করলাম এবং প্রভুকে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, তিনি যদি আমাকে ধারণ করেন, তবে আমি যাব, এই বিশ্বাসে তাঁর ওপর নির্ভর করব যে তিনি আমাকে অনুগ্রহ ও সামর্থ্য দেবেন, যাতে তিনি আমার কাছে যা কিছু দাবি করবেন, সবই আমি সম্পাদন করতে পারি। আমি গৃহে ফিরে এসে দেখলাম, ছেলেটি তখনও অপেক্ষা করছে। সে মধ্যাহ্নভোজের পর পর্যন্ত রইল, এবং আমি তার সঙ্গে ড্রেসেডেনে ফিরে গেলাম।’ এভাবেই ১৮৩৩ সালের গ্রীষ্মে মিলার সর্বসমক্ষে এই বার্তা উপস্থাপন করা শুরু করেন। ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, নক্ষত্রপতন তাঁর বার্তার সঙ্গে আরও গাম্ভীর্য সংযোজন করল।

## ১৮৪০: ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা এবং অটোমান সাম্রাজ্য

১৮৪০ সালে, এলেন হোয়াইট ভবিষ্যদ্বাণীর এক লক্ষণীয় পরিপূর্ণতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এই অনুচ্ছেদটি ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় প্রায়ই বিতর্কিত হয়েছে; কেউ কেউ যুক্তি দেন যে ইউরিয়াহ স্মিথ এটি The Great Controversy-তে সন্নিবেশ করেছিলেন, কিন্তু এই যুক্তিগুলি ভিত্তিহীন। তিনি ১৮৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপূর্ণতার ক্রম সম্পর্কে বলছেন, যার মধ্যে নক্ষত্রপতন এবং অন্ধকার দিন অন্তর্ভুক্ত। তিনি লিখেছেন, ‘১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে, ভবিষ্যদ্বাণীর আর-একটি লক্ষণীয় পরিপূর্ণতা ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপিত করেছিল।’

তিনি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছেন, জোসায়া লিচের কেবলমাত্র মানবীয় পূর্বাভাসের প্রতি নয়। এর দুই বছর আগে, দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে প্রচারকারী একজন অগ্রণী ধর্মযাজক জোসায়া লিচ, প্রকাশিত বাক্য ৯ অধ্যায়ের একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বাভাস দেন। তাঁর গণনা অনুসারে, এই শক্তির পতন ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ঘটবার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে, তুরস্ক তার রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে ইউরোপের মিত্রশক্তিগুলোর সুরক্ষা গ্রহণ করে এবং এভাবে নিজেকে খ্রিষ্টীয় জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন করে। এই ঘটনা পূর্বাভাসটিকে হুবহু পরিপূর্ণ করেছিল। যখন এ কথা জানা গেল, তখন অসংখ্য লোক মিলার ও তাঁর সহকারীদের গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিমালার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হল, এবং অ্যাডভেন্ট আন্দোলন এক বিস্ময়কর প্রেরণা লাভ করল। বিদ্যাশিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিলারের সঙ্গে তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রকাশনায় একত্রিত হলেন, এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত এই কাজ দ্রুত বিস্তৃত হতে লাগল।

উরিয়াহ স্মিথ আমাদের বলেছিলেন যে প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর প্রথম দূত ১৭৯৮ সালে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু সে-ই প্রকাশিত বাক্য ১০-এর দূত। প্রকাশিত বাক্য ১০-এ, যোহনকে বলা হয় দূতের হাত থেকে ছোট পুস্তকটি নিয়ে তা খেতে, এবং তা তার মুখে মধুর হয়ে উঠবে। বাইবেলের ভাববাণীর বছর-দিন নীতির ভিত্তিতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বাভাস দুই বছর ধরে করার পর, ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট মিলারীয় বার্তা মধুর হয়ে উঠেছিল। যখন ঘটনাটি অবিকল পরিপূর্ণ হলো, তখন যে বার্তা তারা প্রচার করে আসছিল, তা তাদের মুখে মধুর হয়ে উঠল।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট, সেই বার্তাটি তাদের মুখে মধুর হয়ে উঠল। যোহনকে বলা হয়, অবতীর্ণ হওয়া সেই স্বর্গদূতের হাত থেকে ছোট পুস্তকটি নিতে। স্বর্গদূতটি ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট অবতরণ করে, এবং প্রকাশিত বাক্য ১০-এর এই স্বর্গদূত প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতেরই সমান। প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময়ে আগমন করে, কিন্তু ১৮৪০ সালে তার বার্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এলেন হোয়াইট বলেন, যখন ঘটনাটি পরিচিত হয়ে উঠল, তখন বহু মানুষ মিলার ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিসমূহের যথার্থতার বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হলো। ১৯৩০-এর দশক থেকে, ১৯১৯ সালে শুরু হয়ে কিন্তু বিশেষ করে ১৯৩০-এর দশকে, অ্যাডভেন্টবাদ মিলার ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে—সেই নিয়মগুলো ছিল বাইবেল অধ্যয়নের প্রুফ-টেক্সট পদ্ধতি।

## ১৮৪৩ সালের চার্ট এবং বিলম্বকাল

ইতিহাসের পরবর্তী পথচিহ্ন হলো 1843 সালের চার্ট, যা 1842 সালের মে মাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এলেন হোয়াইট বলেন, ‘আমি দেখেছি যে 1843 সালের চার্টটি প্রভুর হাত দ্বারা

পরিচালিত হয়েছিল এবং সেটি পরিবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলি যেমন তিনি চেয়েছিলেন তেমনই ছিল, এবং তাঁর হাত তার উপর ছিল এবং কিছু সংখ্যায় একটি ভুল গোপন রেখেছিল, যাতে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া না হওয়া পর্যন্ত কেউ তা দেখতে না পারে।' এই চার্টটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্ন, যা 1842 সালের মে মাসে প্রস্তুত করা হয়েছিল। 1842 সালের জুন মাসে, প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি তাদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং দ্বিতীয় স্বর্গদূত আগমন করে।

টেস্টিমোনিস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১ থেকে: '১৮৪২ সালের জুন মাসে, মিস্টার মিলার মেইনের পোর্টল্যান্ডে ক্যাসকো স্ট্রিট চার্চে তাঁর দ্বিতীয় ধারাবাহিক বক্তৃতামালা প্রদান করেন। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় মিস্টার মিলারের বিরুদ্ধে তাদের গির্জার দ্বার বন্ধ করে দেয়।' এলেন হোয়াইট আমাদের জানান যে, সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টিস্ট খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের কারণ থেকে ফল পর্যন্ত বিচার করতে শেখা উচিত। যে কারণটি প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিকে তাদের দ্বার বন্ধ করতে পরিচালিত করেছিল, তা ছিল এই চার্টের প্রবর্তন। মে মাসে যখন চার্টটি প্রবর্তিত হয়, তখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি স্থির করেছিল যে মিলারপন্থীরা বিভ্রান্ত উন্মত্ত মতান্ধ।

পরবর্তী বিষয়টি হলো প্রথম নিরাশা। The Great Controversy, পৃষ্ঠা 393 থেকে: '1842 সালের প্রথম দিকেই, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—দর্শনটি লিখে তা ফলকের উপর স্পষ্টভাবে লিখ, যাতে যে তা পড়ে সে দৌড়াতে পারে—তা চার্লস ফিচকে দানিয়েল ও প্রকাশিতবাক্যের দর্শনসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চার্ট প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছিল।' চার্লস ফিচ, যিনি 1844 সালের 22 অক্টোবরের মহা-নিরাশার ঠিক পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এই ইতিহাসে প্রভুর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিলেন। তিনি সেই চার্ট প্রস্তুত করেছিলেন, যা 1842 সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই চার্টের প্রকাশনাকে হাবাক্কূকের আদেশের পরিপূর্ণতা বলে গণ্য করা হয়েছিল। তবে দর্শনের পরিপূর্ণতায় যে এক দৃশ্যমান বিলম্ব ছিল, তা কেউ লক্ষ্য করেনি। একই ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি বিলম্বকালও উপস্থাপিত হয়েছে। হতাশার পর এই শাস্ত্রবাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল: "কারণ দর্শন এখনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু অন্তে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা বলবে না; যদিও তা বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে, তা বিলম্ব করবে না। ধার্মিক বিশ্বাসের দ্বারাই জীবনযাপন করবে।" বিলম্বকাল হলো প্রথম হতাশা, যা ২২ মার্চ, ১৮৪৪ তারিখে আসে। মিলারপন্থীরা সময়ের বাইবেলীয় গণনা অনুসারে ১৮৪৩ সালে বিশ্বের অন্ত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। যখন ততদিনে প্রভু আসেননি, তখন ২২ মার্চ, ১৮৪৪-এ প্রথম হতাশা নেমে এলো। সেটিই সেই বিলম্বকাল।

এটি হলো দশ কুমারীর উপমায়, হবক্কূক ২-এ, এবং দানিয়েলে ১২-এ উল্লেখিত বিলম্বের সময়। দানিয়েলে ১২:১১ বলে, "এবং যে সময় থেকে নিত্য বলি তুলে নেওয়া হবে..." অগ্রদূতেরা বুঝেছিলেন যে, ৫০৮ সালে ক্লোভিস ভিসিগথদের পরাজিত করার মাধ্যমে পৌত্তলিকতা দমিত হয়েছিল। যে সময় থেকে পৌত্তলিকতা তুলে নেওয়া হয় এবং পাপাসী প্রতিষ্ঠিত হয় (ত্রিশ বছর পরে, ৫৩৮ সালে), সেই সময় থেকে ১২৯০ দিন হবে। পরবর্তী পদে বলা হয়েছে, "ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে এবং এক হাজার তিন শত পঁয়ত্রিশ দিনে উপস্থিত হয়।" ৫০৮-এর সঙ্গে ১৩৩৫ যোগ করলে হয় ১৮৪৩। "ধন্য সে, যে ১৮৪৩ সালে উপস্থিত হয়।" ১৩৩৫ বিলম্বের সময়কে চিহ্নিত করে, এই বলে, "ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে এবং ১৮৪৩ সালে উপস্থিত হয়।" যদি আপনি "নিত্য" সম্বন্ধে অগ্রদূতদের উপলব্ধিকে সমর্থন করেন, যেমন

এলেন হোয়াইট করেন, তবে এটি স্পষ্ট।

আরও স্পষ্ট করে বলার জন্য, যিশাইয় ৩০:১৮ বলে, 'অতএব সদাপ্রভু অপেক্ষা করবেন।' এখানে দশ কুমারীর উপমায় সদাপ্রভুই বর, এবং তিনি বিলম্ব করছেন। 'অতএব বর বিলম্ব করবে, যেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন; এবং অতএব তিনি মহিমান্বিত হবেন, যেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করতে পারেন; কারণ সদাপ্রভু বিচারধর্মী ঈশ্বর। ধন্য তারা সকলেই, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।' এটি দানিয়েল ১২:১২-এর সঙ্গে মিলে যায়: 'ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে এবং ১৩৩৫ পর্যন্ত উপস্থিত হয়।' বর ২২ মার্চ, ১৮৪৪-এ বিলম্ব করে। প্রথম হতাশা পর্যন্ত এসে তারপর অপেক্ষা করার সঙ্গে একটি আশীর্বাদ সংযুক্ত আছে। যখন তুমি এখানে পৌঁছাও, তখন তোমার অপেক্ষা করা উচিত। তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? হবক্কূক ২:৩ বলে, 'কারণ দর্শন এখনও নির্ধারিত সময়ের জন্য; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা বলবে না; যদিও তা বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা করো।' ১৩৩৫ পর্যন্ত আসার আশীর্বাদ হলো এই ইতিহাসে আসার আশীর্বাদ, যেখানে সদাপ্রভু মধ্যরাত্রির রব সম্পন্ন করবেন।

সকলকে মধ্যরাত্রির ধ্বনিতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কিছু লোক মিলারীয়দের সঙ্গে চলেছিল—যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের কারণে নয়, বরং ভয়ের বশে। মধ্যরাত্রির ধ্বনি আসার পূর্বেই, প্রভু এই ভ্রাতৃগণকে আন্দোলন থেকে পৃথক করে দেন। প্রথম হতাশা মধ্যরাত্রির ধ্বনির প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এলেন হোয়াইটের মতে, আমরা যদি এটি না বুঝি, তবে আমরা পথ থেকে নিচের দুষ্ট জগতের দিকে পড়ে যাই।

## দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ক্ষমতায়ন

প্রারম্ভিক রচনাবলী, পৃষ্ঠা ২৩৮ থেকে: 'দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সমাপ্তির নিকট, আমি দেখিলাম স্বর্গ হইতে এক মহান আলো ঈশ্বরের জনগণের উপর জ্বলজ্বল করিতেছে। এই আলোর রশ্মিগুলি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইল, এবং আমি স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর শুনিলাম, তাঁহারা উচ্চস্বরে বলিতেছেন, "দেখ, বর আসিতেছে।"' ইহাই ছিল মধ্যরাত্রির ধ্বনি, যাহা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তি প্রদান করিবার জন্য ছিল। অগ্রদূতেরা বুঝিয়াছিলেন যে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা ১৭৯৮ সালে আগমন করিয়াছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের দ্বারা ইহা শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সকল বার্তাই ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুতে আগমন করে এবং পরবর্তীকালে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ২২ মার্চ, ১৮৪৪-এ আগমন করে, যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি মিলারাইট বার্তার বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। মধ্যরাত্রির ধ্বনি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তি প্রদান করে। তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ আগমন করে, এবং প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূত যখন ইহার সহিত যুক্ত হন, তখন ইহা শক্তিপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক বার্তাই ইতিহাসে আগমন করে এবং পরবর্তীকালে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যরাত্রির আহ্বান দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় শক্তি প্রদান করেছিল। নিরুৎসাহিত সাধুগণকে জাগ্রত করতে এবং তাদের সম্মুখে যে মহান কাজ ছিল তার জন্য প্রস্তুত করতে স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। সর্বাধিক প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই এই বার্তা প্রথমে গ্রহণ করেননি। উইলিয়াম মিলার এই বার্তা প্রথমে গ্রহণ করেননি; বরং, তিনি-ই সর্বশেষে এটি গ্রহণ করেছিলেন। বার্তাটি উপলব্ধিতে তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রতিভাবান,

আর স্যামুয়েল স্নো ছিলেন প্রথম। যারা পূর্বে এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারাই সর্বশেষে এটি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই আহ্বানকে আরও প্রবল করতে সহায়তা করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে, মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন উইলিয়াম মিলার।

দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৭৬ থেকে: মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির শক্তিদানের সময়, প্রায় ৫০,০০০ জন মণ্ডলীগুলো ত্যাগ করেছিল। মিলারের কাজ যেহেতু মণ্ডলীগুলোকে গড়ে তোলার প্রবণতা বহন করেছিল, তাই প্রথমদিকে তা অনুকূলভাবে বিবেচিত হয়েছিল; কিন্তু যখন যাজকবর্গ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অ্যাডভেন্টিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিল এবং এই বিষয়ের উপর সমস্ত আলোড়ন দমন করতে আকাঙ্ক্ষা করল, তখন তারা মঞ্চ থেকে এর বিরোধিতা করল এবং তাদের সদস্যদের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে প্রচারসভায় যোগদান করার, এমনকি সামাজিক সমাবেশগুলোতে তাদের আশা সম্বন্ধে কথা বলার অধিকারও অস্বীকার করল। আজ অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীতে যারা গির্জায় এবং এমনকি ব্যক্তিগত গৃহসমূহেও এই বার্তার শিক্ষা নিষিদ্ধ করে, তাদের পূর্বচিত্র এখানে মিলারীয় আন্দোলনে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে মহা পরীক্ষা ও বিভ্রান্তির মধ্যে আবিষ্কার করল। তারা তাদের মণ্ডলীগুলিকে ভালোবাসত এবং সেগুলি থেকে পৃথক হতে অনিচ্ছুক ছিল; কিন্তু যখন তারা দেখল যে ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্য দমন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনুসন্ধান করার তাদের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, তখন তারা অনুভব করল যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা তাদের অধীন হতে নিষেধ করে। যারা ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্যকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাদের খ্রিষ্টের মণ্ডলী গঠনকারী বলে গণ্য করা যায় না। অতএব, তারা তাদের পূর্ববর্তী সম্পর্ক থেকে পৃথক হওয়ায় নিজেদের ন্যায়সঙ্গত মনে করল। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে, প্রায় ৫০,০০০ জন মণ্ডলীগুলি থেকে প্রত্যাহার করে নিল।

## মিলারের উপলব্ধি এবং প্রকৃত মধ্যরাত্রির আহ্বান

এল্ডার ড্যামস্টিগ্টের গ্রন্থ, *Foundation of Seventh-day Adventist Message and Mission* থেকে জানা যায়, মিলার বিশ্বাস করতেন যে দানিয়েল ৮:১৪-এর ঘোষণা এবং প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাই ছিল মধ্যরাত্রির ধ্বনি—"দেখ, বর আসিতেছে।" তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বার্তাটি খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে নির্দেশ করছিল। মিলার মনে করতেন, সমগ্র ইতিহাসই ছিল মধ্যরাত্রির ধ্বনি; কিন্তু এলেন হোয়াইট বলেন, মধ্যরাত্রির ধ্বনি একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুতে সম্পন্ন হয়েছিল। স্যামুয়েল স্নো তাঁর উপস্থাপনাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন "The True Midnight Cry", যাতে একে এই মিলারীয় শিক্ষার থেকে পৃথক করা যায় যে মধ্যরাত্রির ধ্বনি ছিল সাধারণ বার্তা।

যারা সর্বাধিক আধ্যাত্মিক ছিলেন, তারাই প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করেছিলেন; আর যারা পূর্বে এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারাই সর্বশেষে তা গ্রহণ করেন এবং ধ্বনি-প্রচারকে প্রবলতর করতে সহায়তা করেন। উইলিয়াম মিলার, যিনি ১৮৩৩ সাল থেকে এই কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আগস্ট ১৮৪৪-এ মধ্যরাত্রির ধ্বনির বার্তা উপস্থিত হলে তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি মণ্ডলীগুলি থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলেন এবং বহু বছর ধরে মধ্যরাত্রির ধ্বনি সম্পর্কে অন্য একটি ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন।

উইলিয়াম মিলার লিখেছিলেন, 'প্রভুর আবির্ভাবের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন সম্বন্ধে আমি কখনোই নিশ্চিত ছিলাম না, কারণ আমি বিশ্বাস করতাম যে কোনো মানুষ দিন ও

ঘণ্টা জানতে পারে না। আমার সকল প্রকাশিত বক্তৃতায়, শিরোনাম পৃষ্ঠায়ই দেখা যাবে, প্রায় ১৮৪৩ সাল সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আমার সকল মৌখিক বক্তৃতায়, আমি অব্যর্থভাবে আমার শ্রোতাদের বলতাম যে, যদি আমার গণনায় কোনো ভুল না থাকে, তবে সময়কালগুলো ১৮৪৩ সালে সমাপ্ত হবে; কিন্তু আমি বলতে পারতাম না যে, সেই সময়েরও পূর্বে শেষ এসে যেতে পারে না, এবং তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। ১৮৪২ সালে, কতিপয় ভ্রাতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঠিক বছরটি প্রচার করছিলেন, এবং একটি "যদি" সংযোজন করার জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করছিলেন।' ১৮৪২ সালের মে মাসে, ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রকাশিত হয়, এবং ভ্রাতৃবৃন্দ মিলারকে তাঁর উপস্থাপনা থেকে 'যদি' শব্দটি অপসারণ করতে বলছিলেন।

মিলার আরও বলতে থাকলেন, 'জনসাধারণের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল যে, আমি প্রভুর আগমনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন—এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখ—নির্ধারণ করেছি। অতএব, সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে, যেহেতু আমি আমার গণনায় কোনো ভ্রান্তি দেখতে পাইনি, আমি আমার এই বিশ্বাস প্রকাশ করলাম যে ১৮৪৩ সালের ২১ মার্চ থেকে ১৮৪৪ সালের ২১ মার্চের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে প্রভু আসবেন।' মিলার ইতিমধ্যেই সপ্তম মাসের দশম দিন সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এবং স্যামুয়েল স্নো এই সিদ্ধান্ত ব্যবহার করে মধ্যরাত্রির ক্রন্দন ঘোষণা করার বহু পূর্বেই মিলার এ বিষয়ে লিখেছিলেন। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তারিখটি নির্ধারণ করার জন্য স্যামুয়েল স্নো যে যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করার জন্য প্রভু মিলারকেই ব্যবহার করেছিলেন।

মিলার লিখেছিলেন, '১৮৪৩ সালের মধ্যে, সংবাদপত্র ও কিছু মঞ্চ থেকে আমার এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক হিংস্র নিন্দাবর্ষণ করা হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্যের উপর আঘাত হানা হয়েছিল, আমাদের নীতিমালা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, আমাদের চরিত্র কলঙ্কিত করা হয়েছিল।' সময় অতিক্রান্ত হল, এবং ২১ মার্চ, ১৮৪৪, প্রভুর আবির্ভাব ছাড়াই কেটে গেল। হতাশা ছিল গভীর, এবং অনেকে আর তাদের সঙ্গে চলল না। এর পূর্বে, ১৮৪০ সাল থেকে, মিলারপন্থীদের সংখ্যা আনুমানিক ২০০,০০০ ছিল, কিন্তু এই সময়ে এসে কেবল ৫০,০০০ অবশিষ্ট রইল।

মিলার অব্যাহত রাখলেন, 'এর পূর্বে, ১৮৪৩ সালের শরৎকালে, আমার কয়েকজন ভ্রাতা মণ্ডলীগুলিকে বাবিল বলে অভিহিত করতে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অ্যাডভেন্টিস্টদের কর্তব্য বলে জোর দিতে শুরু করেছিলেন। এতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। এর ফল যে খুবই মন্দ ছিল, তা-ই নয়, বরং আমি এটিকে ঈশ্বরের বাক্যের বিকৃতি, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা বলে গণ্য করেছিলাম।' দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা নিয়ে মিলার সংগ্রাম করেছিলেন, ফলে প্রকৃত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা গ্রহণ করা তাঁর জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রথা ছড়িয়ে পড়ে, এবং মণ্ডলীগুলি তাদের বিরুদ্ধে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে বৈরিতা সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ অ্যাডভেন্টিস্ট তাদের নিজ নিজ মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তাঁর প্রকাশিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, মিলার নির্দিষ্ট সময়কাল সম্বন্ধে তাঁর হতাশা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সপ্তম মাসের আন্দোলন শুরু হওয়া পর্যন্ত তিনি পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখেন। মোশির ব্যবস্থার আচার-অনুষ্ঠানসমূহ যে সেই মাসের প্রতি ইঙ্গিত করে, এ বিষয়ে আঠারো মাস পূর্বে লিখিত একটি পত্র ব্যতীত এই আন্দোলনে তাঁর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। তিনি প্রত্যাশা করেননি যে ঐ বিষয়গুলির এমন ব্যবহার করা হবে, অথবা এমন প্রমাণে বিশ্বাস করাকে পরিত্রাণের একটি পরীক্ষা করা হবে। ১৮৪৪ সালের ২২

অক্টোবরের দুই বা তিন সপ্তাহ আগে পর্যন্ত এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনো সহভাগিতা ছিল না। ১৮৪৪ সালের ৬ অক্টোবর হাইমসকে লেখা এক পত্রে মিলার লিখেছিলেন, 'সপ্তম মাসে আমি এমন এক মহিমা দেখেছি, যা আগে কখনও দেখিনি... এখন, প্রভুর নাম ধন্য হোক, আমি শাস্ত্রসমূহে এমন এক সৌন্দর্য, এমন এক সুরসঙ্গতি, এমন এক সামঞ্জস্য দেখেছি, যার জন্য আমি দীর্ঘকাল প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখিনি। হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দাও। ভ্রাতা স্নো, ভ্রাতা স্টর্স এবং অন্যেরা, আমার চক্ষু উন্মুক্ত করায় তাঁদের মাধ্যমত্বের জন্য ধন্য হোন। আমি প্রায় গৃহে পৌঁছে গেছি। মহিমা, মহিমা, মহিমা, মহিমা।'

পরবর্তীকালে, মিলার মধ্যরাত্রির আহ্বানকে পুনর্ববিবেচনা করে একে উন্মত্ততা বলে অভিহিত করেন। ড্যামস্টেগ্ট উল্লেখ করেন যে, স্নো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মৌলিক রূপরেখা মিলারের পূর্ববতন রচনা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৪৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত স্নোর গণনাসমূহ ১৮৪৪ সালের ১২–১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত এক্সেটার শিবির-সমাবেশে পর্যন্ত খুব সামান্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সেখানে, খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর নির্দিষ্ট তারিখ বহু মিলারাইটকে আন্দোলিত করে, তাদের মিশনারি প্রচেষ্টাকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেয়। তাদের এই প্রতিক্রিয়া সপ্তম মাসের আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। যদিও মিলারাইট নেতারা প্রথমে সংশয়প্রবণ ছিলেন, প্রত্যাশিত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে তারা এই আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্নোর মতামত মুদ্রিত ও সমর্থিত হতে অনুমতি দেন।

## মধ্যরাত্রির আর্তনাদ ও তার পরিণতি

এলেন হোয়াইটের প্রথম দর্শনে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের লোকেরা স্বর্গের দিকে যাত্রাপথে একটি পথে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তাদের পশ্চাতে একটি আলো রয়েছে, যাকে 'মিডনাইট ক্রাই' বলা হয়। স্যামুয়েল স্নো যে বার্তা উপস্থাপন করেছিলেন, তা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ১৮৪২ সালের মে মাসে ৩০০ জন প্রচারকের জন্য ৩০০টি চার্ট মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চ, প্রথম হতাশার পর, সেই চার্ট এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়, এবং অনেকে আন্দোলনটি ত্যাগ করে। যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের অপেক্ষা করতে হতো। এক্সেটার শিবির-সভায়, স্নো দেখিয়েছিলেন যে, প্রভু ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, আগমন করবেন। এটি তাদের সেই বার্তা ঘোষণা করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

জোসেফ বেটস বর্ণনা করেছিলেন যে এক্সেটার শিবির-সমাবেশের পর, তিনি যখন রেলগাড়ির বগিগুলোর মধ্য দিয়ে চলছিলেন, তখন তিনি কণ্ঠস্বর শুনতে পান, যা বারবার উচ্চারণ করছিল, 'দেখ, বর আসিতেছেন!' এই আন্দোলন দুই মাসের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর সংঘটিত মহা-নিরাশার দিকে নিয়ে যায়।

ড্যামস্টেগিট ১৮৪৪ সালের ২৮–২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হাইমস ও মিলার-সম্পৃক্ত লো হ্যাম্পটন অ্যাডভেন্টিস্ট সম্মেলন সম্পর্কে মন্তব্য করেন। হাইমস সাধুগণকে সান্ত্বনা দিতে, খ্রিষ্টীয় জগতকে জাগ্রত করতে, এবং পাপীদের কাছে পরিত্রাণ ঘোষণা করতে উৎসাহিত করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে অ্যাডভেন্ট প্রেস পুনরায় চালু হয়, এবং হাইমস ঘোষণা করেন যে পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত। মিলার ধীরে ধীরে চরমরূপী 'শাট ডোর' ধারণা পরিত্যাগ করে মধ্যরাত্রির ধ্বনি সম্পর্কে তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসেন। সেই একই মাসে এলেন হোয়াইট তাঁর প্রথম দর্শন লাভ করেন, যেখানে দেখানো হয় যে যারা মধ্যরাত্রির ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করে তারা পথ থেকে পড়ে যায়। সেই দর্শন যতটা অন্য কারও

জন্য ছিল, ততটাই উইলিয়াম মিলারের জন্যও ছিল।

## উইলিয়াম মিলারের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও উত্তরাধিকার

আর্লি রাইটিংস, পৃষ্ঠা ২৫৭ থেকে: "এরপর আমার দৃষ্টি উইলিয়াম মিলারের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। তিনি বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিলেন এবং তাঁর জনগণের জন্য উদ্বেগ ও দুঃখে নত ছিলেন। ১৮৪৪ সালে যে দলটি ঐক্যবদ্ধ ও প্রেমময় ছিল, তারা তাদের প্রেমে হারাচ্ছিল, একে অন্যের বিরোধিতা করছিল, এবং এক শীতল, পশ্চাদপসারিত অবস্থায় পতিত হচ্ছিল। তিনি যখন এই দৃশ্য দেখলেন, শোক তাঁর শক্তি ক্ষয় করে দিল। আমি দেখলাম, প্রধান ব্যক্তিরা তাঁকে লক্ষ্য করে রাখছিল, বিশেষত জোশুয়া হাইমস, এবং আশঙ্কা করছিল যে তিনি যেন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ না করেন।" এই প্রসঙ্গে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হলো সাবাথ। মিলার যখন স্বর্গ থেকে আসা আলোর দিকে ঝুঁকছিলেন, তখন এই লোকেরা তাঁর মনকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা করত। মানবীয় প্রভাব তাঁকে অন্ধকারে রেখেছিল এবং সত্যের বিরোধীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বজায় রেখেছিল। অবশেষে, মিলার স্বর্গ থেকে আসা আলোর বিরুদ্ধে—অর্থাৎ সাবাথের বিরুদ্ধে—নিজ কণ্ঠ উঁচু করলেন। তিনি সেই বার্তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন, যা তাঁর হতাশার ব্যাখ্যা দিতে এবং অতীতের ওপর আলো ও মহিমা নিক্ষেপ করত। তিনি ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার পরিবর্তে মানবীয় প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করেছিলেন। শ্রম ও বার্ধক্যে ভগ্ন হওয়ায়, যারা তাঁকে সত্য থেকে বিরত রেখেছিল তাদের মতো তিনি ততটা দায়ী ছিলেন না। পাপ তাদের ওপর বর্তায়। যদি মিলার তৃতীয় স্বর্গদূতের আলো দেখতে পারতেন, তবে অনেক বিষয়ই ব্যাখ্যাত হতো। কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃগণ তাঁর প্রতি এমন গভীর প্রেমের দাবি করত যে তিনি মিনে করেছিলেন, তিনি কখনোই তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর ক্ষমতার অধীন হতে দিলেন এবং যারা তাঁকে সত্য থেকে টেনে সরিয়েছিল তাদের কাছ থেকে তাঁকে গোরে লুকিয়ে রাখলেন। প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের পূর্বে মোশি ভ্রান্ত হয়েছিলেন; তদ্রূপ, স্বর্গীয় কানানে প্রবেশ করতে যেতেই মিলার ভ্রান্ত হয়েছিলেন। অন্যরা তাঁকে এটি করতে পরিচালিত করেছিল; এর জন্য অন্যরাই জবাবদিহি করবে। কিন্তু স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের এই দাসের মূল্যবান ধূলিকে পাহারা দিচ্ছে এবং শেষে তূর্যের ধ্বনিতে তিনি বেরিয়ে আসবেন।"

## উপসংহার: আজকের দিনের জন্য শিক্ষাসমূহ

উপসংহারে, উইলিয়াম মিলার পৃথিবীর অন্তিমকালে সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্টদের প্রতিরূপ। এলেন হোয়াইটের প্রথম দর্শন তাঁর নিজের দিনের তুলনায় আমাদের দিনের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য। পৃথিবীর অন্তিমকালে, সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্টরা মধ্যরাত্রির ধ্বনির আলো প্রত্যাখ্যান করবে। এই ইতিহাসকে না বুঝে মধ্যরাত্রির ধ্বনির আলো বোঝা সম্ভব নয়। প্রথম হতাশা মিলারীয় আন্দোলন থেকে তাদের পরিশুদ্ধ করেছিল, যারা ভুল কারণে সেখানে ছিল, এবং সেই পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছিল যা তাদের পরমপবিত্র স্থানে নিয়ে যাবে। যারা প্রথম হতাশার পর্যায়ে আসে, তারা কেবল তখনই ধন্য হয় যদি তারা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এই সময়টি ঈশ্বর এমন এক জনগোষ্ঠী উৎপন্ন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাদের তিনি পরমপবিত্র স্থানে সমবেত করবেন। মধ্যরাত্রির ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করা এবং পথ থেকে পড়ে যাওয়া মানে এই সমগ্র ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করা।

উইলিয়াম মিলার তিনটি ভুল করেছিলেন, এবং আমাদের সর্বদা তিনটি পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিত হতে হয়। তাঁর প্রথম ভুল ছিল ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্যরাত্রির ধ্বনিকে

প্রত্যাখ্যান করা। তাঁর দ্বিতীয়টি ছিল ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের কথা শোনা, যা তাঁকে তাঁর তৃতীয় ভুলের দিকে নিয়ে গিয়েছিল: সাবাথকে প্রত্যাখ্যান করা। জগতের শেষে, সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা মধ্যরাত্রির ধ্বনির ইতিহাস এবং পুরাতন পথে ফিরে আসার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করবে, কারণ তারা তাদের নেতাদের কথা শোনে। এভাবে তারা পশুর ছাপের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে, মিলারের তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করে, যা শুরু হয় তারা মধ্যরাত্রির ধ্বনির বার্তা ও ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে তার দ্বারা।

প্রথম হতাশা থেকে দ্বিতীয় হতাশা পর্যন্ত ইতিহাস নিয়ে কেবল দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই আলোচনা করে: ২৩০০ দিন (“যদিও দর্শন বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর”) এবং ২৫২০। ২৫২০-কে প্রত্যাখ্যান করা মানে মধ্যরাত্রির ধ্বনিকে প্রত্যাখ্যান করা। মধ্যরাত্রির ধ্বনিকে প্রত্যাখ্যান করা মানে নীচের দুষ্ট জগতের দিকে সেই পথ থেকে পড়ে যাওয়া।

পরবর্তী উপস্থাপনায় আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।